প্রশ্ন:- রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। (প্রশ্নমান-৬)

উত্তর:- রোমান্টিকতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কোনো একটি বিশেষ ব্যকের দ্বারা এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায় না। রোমান্টিকতা একটি বিশেষ নান্দনিক ধারণা যা পূর্ববর্তী কোনো যুগ বৈশিষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভুত হয়েছিল।

বহু অর্থবোধক ও বহুমাত্রিক এই শব্দটি বহু সময় ব্যাপী বিবর্তনের ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে বলেই কোনো দেশ ও কালের সীমায় এর অর্থ সীমাবদ্ধ নয়। Friedrich Schlegal-ই সর্বপ্রথম রোমান্টিক শব্দটিকে শিল্প ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত করেন। ক্লাসিসিজম বা নিও-ক্লাসিসিজমের কঠোর নিয়মানুবর্তিতাকে অস্বীকার করে,ব্যঞ্জনা,ইঙ্গিত ও কল্পনার অবাধ স্বাধীনতার দ্বারা এক অনুভববেদ্য সৌন্দর্যলোক সৃষ্টির বাসনাই রোমান্টিক নন্দন ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে স্বাধীনতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই ভিক্টর হিউগো বলেছেন, ' liberalism in literature ' হলো রোমান্টিসিজম। কল্পনার পাখায় ভর করে জীবনের নগ্ন বাস্তবতার বাইরে বিস্ময় ও কৌতূহলের জগতে বিচরণ করে কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়ার নামই রোমান্টিসিজম।

<u>রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য</u> : রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্টগুলি হলো -

১) রোমান্টিক শিল্পী কোনো বন্ধনে আটকা পড়ে থাকতে চান না। রোমান্টিসিজম সবরকম বন্ধনের বিরুদ্ধাচরণ করে,প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ থেকে আসে বিদ্রোহ, রোমান্টিসিজমের মধ্যে বিদ্রোহধর্ম লুকিয়ে থাকে।

২) রোমান্টিসিজমে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব লাভ করে। ব্যক্তির ভালো লাগা বা মন্দ লাগা সেখানে মুখ্য। স্বাধীন চিত্তবৃত্তি রোমান্টিসিজমের বিশেষত্ব।

৩) অতীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ রোমান্টিসিজমের অন্যতম লক্ষণ। জীবনানন্দ বলেছেন- ' হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর পথে'। রোমান্টিক শিল্পি সর্বদা তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের জগতে খুঁজে পেতে চান।

৪) নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ব্যাকুলতা রোমান্টিসিজমের অন্যতম লক্ষণ।

' আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো কোন পার ভিরিবে তোমার
সোনারতরী, ' (নিরুদ্দেশ যাত্রা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫) হতাশা, যন্ত্রনা আর নৈরাশের পীড়ায় রোমান্টিক শিল্পী সর্বদা ভোগেন। বর্তমান জগতের অপূর্ণতা সর্বদা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। কোনো কিছুর মধ্যে তিনি শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পান না। বিহারীলাল চক্রবর্তী বলেছেন-

' হারায়েছে হারায়েছে আমার সাধের ললনা
মানস মব্রালী তুই কোথা গেল বল না।'

৬) রোমান্টিসিজমের মধ্যে একধরনের আধ্যাত্মিকতা বিরাজ করে। সেই আধ্যাত্মিকতা কখনও ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা,কখনও সেই রোমান্টিসিজম তত্ত্বমুখী।

রোমান্টিকতা যেহেতু একান্তভাবেই ব্যক্তি মনন নির্ভর,তাই এর কোনো সীমারেখা নেই।নেই নিয়ম-শৃঙ্খলের বিধিনিষেধ। আর রোমান্টিসিজমের মূল ভরকেন্দ্র যেহেতু এই মন-মনন তাই এরও কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নেই। মানব প্রীতি, প্রকৃতি প্রীতি, অতীতচারিতা, অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ এই সমস্তকিছুকেও রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

---------////////---------////////--------